257

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 27 APR [illegible]
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৪

৬০ বার নির্দেশ ৫০ তদন্ত কমিটি, কিন্তু ফল শূন্য

মামুন অর রশীদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে বহিরাগত সন্ত্রাসীদের আবাসিক হল ত্যাগের জন্য গত ছ'বছরে কমপক্ষে ৬০ বার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এই সময়ে সন্ত্রাস নির্মূলের জন্য অর্ধশতাধিক তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছে। কিন্তু প্রায় সব ক'টি কমিটিই দীর্ঘসময় পরেও রিপোর্ট প্রদান করেনি। প্রদত্ত রিপোর্টের বাস্তবায়নও কর্তৃপক্ষ করতে পারেনি। সন্ত্রাস নির্মূল্যের জন্য কর্তৃপক্ষীয় নির্দেশ কখনই পুরোপুরি বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন সময় প্রতিবাদ জানালেও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে কঠোর কোন কর্মসূচী হাতে নিতে পারেনি। বিভিন্ন সময়ে দেখা গেছে, সন্ত্রাসীরা বন্দুকযুদ্ধের দু'একদিন পরেই বৈষয়িক লেনদেনের ভিত্তিতে মধুর কেন্টিনে গোলাপের শুভেচ্ছা বিনিময় করেছে কিংবা মিষ্টি বিতরণ করেছে। আর সমঝোতা চুক্তি লঙ্ঘিত হলেই শুরু হয়েছে যুদ্ধ।

(১১ পৃষ্ঠা ৫-এর কঃ দেখুন)

৬০ বার নির্দেশ

(প্রথম পাতার পর)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন দল নিরপেক্ষ শিক্ষকের সঙ্গে আলোচনা করলে তাঁরা বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান সমস্যা একটি রাজনৈতিক সমস্যা, তবে এই সমস্যার সমাধান খুব কঠিন কোন বিষয় নয়। দলমত নির্বিশেষে সন্ত্রাসীদের হল থেকে বিতাড়িত করে সাধারণ ছাত্রদের থাকার ব্যবস্থার মাধ্যমেই কেবল সমাধান সম্ভব।' বিগত দিনের ইতিহাস থেকে এমন সমাধানের প্রমাণ পাওয়া যাবে বলে তাঁরা মন্তব্য করেন।

গত ক'বছর পুলিশ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট, সিন্ডিকেটের মধ্যে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে দফায় দফায় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। গৃহীত সিদ্ধান্ত বিভিন্ন সময় প্রহসনে পরিণত হয়েছে। সন্ত্রাসীদের দোর্দন্ড প্রতাপের মুখে সিদ্ধান্ত এবং নির্দেশগুলো কাগজে কলমেই থেকে গেছে। এই কারণে জটিলতা দিন দিন বাড়ছে এবং সন্ত্রাসীরা প্রশ্রয় পেয়ে বসেছে। ঘটনা ঘটলেই তদন্ত কমিটি গঠিত হয় কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয় না। মধুর ক্যান্টিনে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ব্যঙ্গ করে ক্যাম্পাসকে তদন্ত কমিটির ক্যাম্পাস বলে থাকেন। জনৈক ছাত্রনেতা বলেন, ক্যাম্পাসে আম চুরি হলেও তদন্ত কমিটি গঠিত হবে ঠিকই কিন্তু তা কোন কাজে আসবে না। তদন্ত কমিটি গঠন, তদন্ত করা, রিপোর্ট প্রদান, রিপোর্ট বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় যতদিন সময় লাগে ততদিনে অপরাধীরা হাওয়া হয়ে যায়। এই কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের তদন্তের কোন গুরুত্ব নেই। তদন্ত কমিটি জটিলতার বেড়াজালে বন্দী হয়ে পড়ে বলে অনেকে মন্তব্য করেছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সিন্ডিকেট ও হল প্রভোস্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির বৈঠকসহ জরুরী মুহূর্তে পুলিশের সঙ্গে ৫৮টি বৈঠক করেছে এবং বহিরাগতদের হল ত্যাগের নির্দেশ দিয়েছে। এখানে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সক্রিয় হলে রাজনৈতিক দলগুলোর সদিচ্ছা না থাকলে সন্ত্রাস নির্মূল করা সম্ভব নয় যার প্রমাণ ১৯৯৭ সালের আগস্ট মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের উপর ডিম নিক্ষেপ। তিনি সকল হল খালি করে কার্ড চেক করে সাধারণ ছাত্রদের ঢোকার ব্যবস্থা করতে গেলে এই অবস্থার মুখোমুখি হন। বিভিন্ন সময়ে ক্যাম্পাস সন্ত্রাসমুক্ত করতে 'গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত' গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু তা বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। ১৯৯২ সালে ১০ বার, '৯৩ সালে ৯বার, '৯৪ সালে ৮বার, '৯৫ সালে ৯বার।, ৯৬ সালে ১১ বার এবং '৯৭-৯৮ সালে ১৩ বার কর্তৃপক্ষ বহিরাগতদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করে তাদের হল ত্যাগের নির্দেশ দেয়। সর্বশেষ বর্তমান সঙ্কটের সময়েও ছাত্রলীগ, ছাত্রদল, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, সবাই বক্তৃতা-বিবৃতিতে ক্যাম্পাসে বহিরাগত সন্ত্রাসীদের আগমন প্রতিহত করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা প্রকাশ করে। তারপরেও ওরা আসছে, যাচ্ছে, অবাধে বিচরণ করছে। সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের প্রশ্ন— তাহলে গলদটা কোথায়? ছাত্রছাত্রীরা অবাক হয় হঠাৎ ক্যাডারদের মধ্যে গোলাপের শুভেচ্ছা বিনিময় দেখে, আবার হঠাৎ কালবৈশাখীর মতো তাদের মধ্যে বন্দুকযুদ্ধ দেখে। শেষ পর্যন্ত তাদের কোন ভাইয়ের লাশ দেখে অশ্রুসজল চোখে নিশ্চল হয়ে যায় তারা।